হায়দারাবাদের সন্ত্রাসবাদী হামলা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির ওপর বিতর্কে রাজ্যসভার বিরোধী নেতা শ্রী অরুন জেটলির ভাষণ

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

মিস্টার ডেপুটি চেয়ারম্যান স্যার, হায়দারাবাদে দুটি বিস্ফোরণ ভারতের সার্বভৌমত্বর ওপর একটা গুরুতর চ্যালেঞ্জ। গত দু দশকে এরকম ধারবাহিক আক্রমন আমরা দেখেছি। গত দু মাসের অবস্থা দেখে ভেবেছিলাম, এই ধরনের ঘটনা কমে গিয়েছে। এটাই গতকাল রাষ্ট্রপতিও বলেছিলেন। কিন্তু সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা সারা দেশকে বুঝিয়ে দিল, ভারত তাদের রাডারে ওপরের দিকে আছে। রাষ্ট্র হিসাবে আমরা কতটা পরিণত হয়েছি, আজ সেটাই চ্যলেঞ্জ। দেশ হিসাবে আমরা এক ভাষায় কথা বলব, আমাদের চিন্তা একমুখী হবে, আমাদের চেষ্টা হবে কী করে এই জায়গায় আসা যায় যে, এটাই শেষ এই ধরনের ঘটনা হবে, এরপর আর নয়। আমরা প্রচুর নিরাপরাধ জীবন হারালাম। প্রচুর লোক আহত হয়েছেন। এখন আসল ঘটনা হল, দেশের, বিশেষ করে সরকারের চিন্তার ধারাটা কোনদিকে যাচ্ছে। আমরা কি আজ পরের বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করব? না কী আমরা দেশকে সেভাবে প্রস্তুত করব, যে এটাই হবে ভারতের ওপর শেষ আক্রমন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার ওপর আমি যেমন কিছু প্রস্তাব দিতে চাই, তেমনই কিছু স্পষ্টীকরণও চাই। মহোদয়, সাম্প্রতিক দুটি ফাঁসির পর কিছু গন্ডগোল ও কিছু প্রতিক্রিয়া হবে সেটাই স্বাভাবিক। সরকার কি এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন ছিল? না কি গতকালের ঘটনার পর আমরা জেগে উঠেছি। মহোদয়, সংবাদমাধ্যমে কয়েকদিন ধরে খবর আসছিল যে, হায়দারাবাদ এমন কী বাঙ্গালুরু-তে গোলমাল হতে পারে। কিছু উস্কানিমূলক মন্তব্য করে হায়দরাবাদের পরিবেশ এমনিতেই বিষাক্ত করে তোলা হয়েছিল। যখন এই খবরগুলি আসছিল-- সংবাদমাধ্যমেও বলা হচ্ছিল, এমনকী গতকাল সকালেও বলা হয়েছে, বেশ কয়েকটি শহরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তার মানে এই সব জায়গায় কিছু ঘটছিল। আপনার কাছে যখন তথ্য ছিল, হতে পারে তা একেবারে নির্দিষ্ট নয়, তার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া যায় না, হতে পারে এটা সাধারণ তথ্য, কিন্তু তার ভিত্তিতে এই শহরগুলিকে পুরো সুরক্ষাজালে মুড়ে দেওয়ার কাজ কি হয়েছিল? বিশেষ করে হায়দরাবাদে, যেখানে যে পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল, তার ফলে কিছু গন্ডগোল হচ্ছিল। মহোদয়, এটা আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছেও চ্যালেঞ্জ, তাদের ওই মডিউলে যতটা সম্ভব ঢুকে খবর বের করে আনতে হবে। এই মডিউলগুলি কিছু সীমাপারের, আর কিছু আমাদের দেশের বিপথগামী লোকেরা তৈরী করেছে, যারা এই সব কাজে যুক্ত। একবার তারা সফল হয়েছে, কারণ তারা সময় ও স্থান ঠিকভাবে বাছতে পেরেছে। কিন্তু আমরা এখন ঘটনা ঘটার পরে এই অপরাধের তদন্ত করতে পারব, আক্রান্তদের সাহায্য করতে পারব। কিন্তু আমাদের আসল শক্তি তখনই অর্জিত হবে যখন আমাদের গোয়েন্দারা ওই মডিউলের মধ্যে ঢুকে সেগুলিকে ধংশ করতে সক্ষম হবে। আমার মনে এ ব্যাপারে

কোনও সন্দেহ নেই যে, গত দু দশকে এরকম অনেক মডিউল নষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু এটাই ঘটনা যে, কিছু মডিউল এখনও আমাদের দুর্বলতার চিহ্ন স্বরূপ টিকে আছে। আমি মনে করি আমাদের প্রাথমিক কাজ হল, এই সব মডিউলকে চিন্হিত করে সেগুলিকে উৎপাটন করা। তা হলেই আমরা এই ধরনের ঘটনায় রাশ টানতে পারব, না হলে নয়। মহোদয়, আমার প্রস্তাব হল, আমরা সন্ত্রাসবাদের রং নিয়ে বিতর্ক করতে পারি, আমরা সন্ত্রাসবাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করতে পারি, কিন্তু সেই কাজ করলে আমরা নিজেদের শক্তিক্ষয় করব। ভারতীয় সমাজ, বিশেষ করে সরকারের সামনে বড় পরীক্ষা হল, যে সব দেশে দু-একটি সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমনের ঘটনা ঘটেছে, তারা যদি নিজেদের ব্যবস্থা এমনভাবে আঁটসাঁট করেতে পারে যাতে আর জঙ্গিহানা না হয়, তা হলে আমরা আমাদের ব্যবস্থা সেভাবে তৈরী করতে পারব না কেন? এটা করার জন্য অনেক সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু আপনাকে ভারতের বাস্তবতা ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা মাথায় রাখতে হবে। সীমান্তপারের খবর জোগাড় করাটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ। আর সন্ত্রাসবাদী মডিউল সম্পর্কে খবর জোগাড় করা, যেগুলি বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে আছে, সেটাও মূলত কেন্দ্রের প্রাথমিক কাজ। আইন ও শৃঙ্খলা রাজ্যের দায়িত্ব। এটাই ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। তাই এটা মনে করা ঠিক নয়, যে কেন্দ্র কোনও সংস্থা করে দেবে, তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় দরকার। গোয়েন্দাদের খবর সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ও আইন ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থা দুটির শক্তিশালী করা দরকার। সবথেকে গুরত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে, বিট কনস্টেবল সবথেকে ভালোভাবে খবর সংগ্রহ করতে পারে যে কোন মডিউল কোথায় সক্রিয়। তাই কেন্দ্রকে এটা ভাবতে হবে, তারা একা একটা ব্যবস্থা তৈরী করতেই পারে, কিন্তু সেটা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট হবে না। মহোদয়, আমাদের সতর্কতা একটুও কমান যাবে না, সীমান্তপার থেকে যত ইঙ্গিত আসুক এই বলে যে তাদের হৃদয় পরিবর্তন হয়েছে। আমি আগেও উল্লেখ করেছি, আমার কিছু সহকর্মী বলেছেন, আমরা সীমান্তপারের সন্ত্রাসের শিকার, যা সীমান্তপরের দেশ সমর্থন ও সাহায্য করে। সীমান্তপারে কাজ সঙ্গে কথা বলব, তা নিয়ে ধন্ধ আছে, পাকিস্তান সরকার আছে, আই এস আই আছে, সেনা আছে, রাষ্ট্র বহির্ভূত শক্তি আছে। তাই সেখানে অনেক শক্তি আছে, যারা হয়ত সবসময় একদিকেই চলে, এক লক্ষ্যেই কাজ করে। তাই সতর্কতা কমাবেন না, কারণ আমরা সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যে আছি। আর তাদের শক্তি হল স্থানীয় মডিউল, কখনো কখনো সীমান্তপরের মডিউল। এটা পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আসতে পারে বা বাংলাদেশের পথেও আসতে পারে, অথবা নেপালের পথেও আসতে পারে। এটা হল গোয়েন্দাদের খবর। আমি নিশ্চিত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে এই সব খবর আছে। যে কোনও রঙের সন্ত্রাসের প্রতি আমরা যদি একটুও সমর্থন করি তা হলে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই কমজোর হতে বাধ্য। তাই আমরা যখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে প্রশ্ন তুলি এবং যেটা করা হয়েছ, লোকে তা হলে, অভিযুক্তদের বাড়ি গিয়ে তাদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসে। এমনকী যখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের নিরাপত্তা কর্মী বা পুলিশ কর্মী কোনও সংঘর্ষে মারা যান, তখনও তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

দিল্লিতেই এই ঘটনা ঘটেছে□ আমার মনে হয়, আমাদের, বিশেষ করে দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বোঝা দরকার, যদি আমরা ভোটের স্বার্থে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে প্রশ্ন তুলি তা হলে আমরা দেশের প্রতি সেবা করছি না□

আরেকটি গুরুত্বপূর্ন বিন্দু, যা আমার ভাষণের শেষ বিন্দু, সেটা কেন্দ্রীয় স্বরষ্ট্রমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য বলতে চাই□ আমাদের গোয়েন্দা ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী□ আমি মনে করি এটা খুবই পেশাদার নেটওয়ার্ক□ দয়া করে এই নেটওয়ার্ককে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে খবর সংগ্রহ করার কাজে ব্যবহার করুন□ অপ্রধান খবরের জন্য তাঁদের ব্যবহার করা যদি বন্ধ করতে না পারেন, অন্তত কমিয়ে দিন□ কেন্দ্র ও রাজ্যে গোয়েন্দা শাখা ও সংগঠনগুলির আধা রাজনৈতিক কাজে ব্যবহারকে আমি জাতীয় সম্পদের অপব্যয় বলে মনে করি□ বিশেষ করে ভারতে, যেখানে, সন্ত্রাসবাদের বিপদ যথেষ্ট, বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যা আছে এবং বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আছে□ উত্তর পূর্বাঞ্চলে সমস্যা আছে, উত্তরে কাশ্মীর একটা ইস্যু, সীমান্তপার একটা বিষয়□ দেশের মধ্যস্থলে মাওবাদীদের হিংসা আছে□ তাই এখন দরকার গোয়েন্দাদের কাজ করতে দেওয়া□ আমি মনে করি, তাদের রাজনীতিমুক্ত করাতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ□ মাননীয় মন্ত্রীকে আমার শেষ সুপারিশ হল, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের নিরন্তর লড়াই জারি রাখতে হবে□ আমি যদি আমার বধুদের শব্দ ধার করি, তা হলে বলতে হয়, এই লড়াই নিরন্তরেরও বেশি বজায় রাখতে হবে□ সতর্কতা একচুলও কম করা যাবে না, কারণ, আমরা দেখেছি, সতর্কতা কমালে সন্ত্রাসবাদীরা সুযোগ পেয়ে যায়□ তাই আমি আশা করি, এই বিতর্কের শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেবেন যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই এতটুকু কম করা হবে না, দেশের সার্বভৌমত্বের স্বার্থে ও তা বজায় রাখতে এই লড়াই লড়তে হবে□